بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩০শে আগষ্ট, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় ইফ্কের ঘটনার কারণ এবং এর আলোকে মহানবী (সা.)-এর জীবচরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যার ধারবাহিকতায় হযরত আয়েশা (রা.)-র ইফ্ক (তথা তার প্রতি অপবাদ আরোপ)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লার প্রকৃতিতে নিহিত একটি বিষয় হলো, তিনি তওবা, এস্তেগফার, দোয়া এবং সদকার বিনিময়ে শাস্তিমূলক ভবিষ্যদ্বাণী টলিয়ে দেন। অনুরূপভাবে মানুষের মাঝেও তিনি এরূপ প্রকৃতিগত স্বভাব দান করেছেন যেমনটি পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত আর তা হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপকারী এক সাহাবীকে হযরত আবু বকর (রা.) দু'বেলা আহার করাতেন। হযরত আবু বকর (রা.)-র কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে সেও একজন, এটি জানতে পেরে হযরত আবু বকর (রা.) কসম খেয়ে অঙ্গীকার করেন, আমি তাকে আর কখনোই সাহায্য করব না। কিন্তু এরপর কুরআনে এ বিষয়ে নির্দেশনা অবতীর্ণ হয় যে, وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ, **তারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাওনা, আল্লাহ্ যেন তোমাদের ক্ষমা করেন? বস্তুত আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।** (সূরা আন্ নূর: ২৩) এ আদেশ পাওয়ার পর হযরত আবু কবর (রা.) তার এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন এবং পুনরায় সে-ই দরিদ্র সাহাবীকে আহার করাতে থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এ হাদীসের আলোকে প্রাপ্ত ইসলামি শিক্ষাটি হলো, শাস্তিমূলক কোনো অঙ্গীকার করা হলে তা ভঙ্গ করা উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয়।**

এ ঘটনার বরাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেন, এ বর্ণনা থেকে মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবনের এমন এক আকর্ষণীয় দিক প্রতিফলিত হয় যা কোনো ঐতিহাসিক উপেক্ষা করতে পারে না আর যথার্থতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বর্ণনা এরূপ উন্নতমার্গে অধিষ্ঠিত যাতে সংশয় ও সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। তবে চিন্তার বিষয় হলো, এটি মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট একটি অত্যন্ত ভয়ানক নৈরাজ্য ছিল। এর দ্বারা কেবল একজন পবিত্র ও নিষ্পাপ নারীর সম্ভ্রমের ওপর আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং একটি বড়ো উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সম্মানহানী করা। এ নোংরা অপপ্রচারে কয়েকজন সহজ সরল মুসলমানও হোঁচট খেয়েছিল এবং অপবাদ আরোপে অংশ নিয়েছিল। তাদের মাঝে হযরত হাসসান বিন সাবেত, হামনা বিনতে জাহাশ এবং মিসতা বিন আসাসা (রা.)-র নাম উল্লেখযোগ্য। তবে হযরত আয়েশা (রা.)-র এটি এক মহান উদারতা যে, তাদের সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের কারো প্রতিই নিজ হৃদয়ে তিনি ক্ষোভ পুষে রাখেন নি।

একবার হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে হযরত হাস্সান বিন সাবেত (রা.) আসেন। এক ব্যক্তি বলেন, আপনি হাস্সানকে আপনার কাছে আসার অনুমতি প্রদান করেছেন? তখন হযরত

আয়েশা (রা.) বলেন, বাদ দাও! বেচারা এখন চোখের সমস্যায় ভুগছে; এটিই কি তার জন্য কম কষ্টের কারণ? হযরত হাস্‌সান (রা.) তখন হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রশংসায় একটি পঙক্তি পাঠ করেন। কিন্তু ইসলামের সমালোচক এবং প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম ম্যুর এ পঙক্তির একেবারে ভ্রান্ত এবং আরবী ভাষার রীতি বিরুদ্ধ অর্থ করে আপত্তি করে। তিনি (রা.) বলেন, মজার বিষয় হলো, মূল অপবাদ সম্পর্কে ম্যুর সাহেব হযরত আয়েশা (রা.)-র নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, **হযরত আয়েশার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবন যে কথার সাক্ষ্য বহন করে তা হলো, তিনি এই অপবাদ থেকে মুক্ত ছিলেন।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অপবাদ আরোপের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা উচিত। এর কারণ কেবল এটি হতে পারে না যে, হযরত আয়েশা (রা.)-র সাথে কারও কোনো শত্রুতা ছিল। এ আপত্তির দুটি অবস্থা হতে পারে। হয় তাদের এ আপত্তি সত্য ছিল, কিন্তু এটি কোনো মু'মিন সমর্থন করতে পারে না; বিশেষত এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্ তা'লা এ অপবাদের অপনোদন করেছেন। দ্বিতীয়ত, মুনাফিকরা মহানবী (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-র সম্মানহানী করতে চেয়েছিল। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) একজনের সহধর্মিনী এবং আরেকজনের কন্যা ছিলেন। এ দুটি সত্তা এরূপ ছিল যে, তাদের সম্মানহানী কুটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শত্রুদের জন্য লাভজনক হতে পারত। শুধুমাত্র হযরত আয়েশা (রা.)-র বদনাম রটনায় তেমন কোনো প্রোপাগান্ডা থাকতে পারে না। আর যদি এমনটি করাই উদ্দেশ্য হতো তাহলে তার সাথীরা বা মহানবী (সা.)-এর অন্য সহধর্মিনীরা করতে পারতেন, কিন্তু বর্ণনা থেকে জানা যায় তারা কেউ তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে নি। মহানবী (সা.) যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন আপত্তিকারীরা তা ছিনিয়ে নিতে পারত না। অধিকন্তু তাদের তথা মুনাফিকদের আশঙ্কা হয়, মহানবী (সা.)-এর পরও তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ থেকে যাবে। কেননা তারা বুঝতে পেরেছিল, মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফার আসনে সমাসীন হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক যোগ্য। তাই হযরত আয়েশা (রা.)-র অবমাননা করার অন্যতম কারণ ছিল মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত আয়েশা (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা আর এর মাধ্যমে মুসলমানদের হৃদয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-র যে মর্যাদা রয়েছে তা নষ্ট করা এবং মহানবী (সা.)-এর পর তার খলীফা হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া। যে দলিল থেকে এটি আরও স্পষ্ট হয় তা হলো, উক্ত আয়াতের কয়েকটি আয়াত পরেই খিলাফত সংক্রান্ত আয়াত বিদ্যমান।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, মদীনার দুটি গোত্র অওস ও খাযরাজ পরস্পর লড়াই করত। অবশেষে এক সময় তারা সন্ধি করে এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে মদীনার নেতা বানানোর বিষয়ে সম্মত হয়। ঠিক এমন সময় কয়েকজন মদীনাবাসী হজ্জে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। মক্কায় মহানবী (সা.)-এর বিরোধিতার কথা শুনে পরবর্তী বছর তারা তাঁকে মদীনায় হিজরতের অনুরোধ করেন। এভাবে মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ্‌র কাঙ্ক্ষিত বাসনা অপূর্ণ রয়ে যায়। এরপরও সে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর কে নেতা হবে সে বিষয়ে চিন্তা করতে থাকে আর আপাতদৃষ্টিতে দেখে, মহানবী (সা.)-এর পর খলীফা হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। তাই সে হযরত আবু বকর (রা.)-র মানহানী করাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর জ্ঞান করে আর বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এই দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়ে যায় এবং হযরত আয়েশা (রা.)-র বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনার সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-র খিলাফতের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সূরা নূরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। প্রথমদিকে হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনা আর এরপর খিলাফতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু হযরত আবু বকর (রা.)-কেই আল্লাহ্ তা'লা খলীফা বানাবেন, তাই এ ঘটনার পর পরই তিনি খিলাফতের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, খলীফা বানানো আল্লাহ্‌র কাজ। খিলাফত রাজত্ব নয়, বরং এটি ঐশী জ্যোতি প্রকাশের এক মাধ্যম। তাই স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

এ ঘটনার ধারাবাহিকতায় মহানবী (সা.)-এর অওস ও খাযরাজের নেতাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদ নিষ্পত্তি করার ঘটনারও উল্লেখ করা হয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) কয়েকদিন পর হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং আরো কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র বাড়িতে যান এবং সেখানে আহার করেন। এর কয়েকদিন পর হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং আরো কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র বাড়িতে যান এবং সেখানে কিছু আলাপচারিতার পর আহার করেন, যেন পারস্পরিক বিবাদ দূর হয়ে যায়। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি এবং সন্ধি করানোর ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর এটি এক চমৎকার পদ্ধতি ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপকারীর সংখ্যায় মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এ সংখ্যা তিন, দশ, পনেরো এবং চল্লিশজন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। তাদের শাস্তি প্রদানের বিষয়েও দুটি বিবরণ রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) দুজন পুরুষ **হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত এবং হযরত মিসতা বিন আসাসা** আর একজন নারী **হযরত হামনা বিনতে জাহাশকে** ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপের দায়ে শাস্তি প্রদান করেন। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) কারও বিরুদ্ধেই শাস্তি প্রদানের ঘোষণা দেন নি। এই নৈরাজ্যের মূল হোতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে দোররার শাস্তি প্রদান করা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয় আর মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই সে ধ্বংস হয়।

এরপর হুযূর (আই.) জার্মানির বার্ষিক জলসার বিষয়ে বলেন, অংশগ্রহণকারীরা জলসার প্রশংসা করেছে। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে কয়েক মিলিয়ন মানুষের কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম ফলাফল সৃষ্টি করুন এবং আহমদীদেরকেও এথেকে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন। দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে স্বীয় দয়া ও কৃপারাজিতে আবৃত রাখুন। পরিশেষে হুযূর (আই.) সুদানের প্রথম আহমদী মরহুম ইমাম জনাব মুহাম্মদ বিলু সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ান।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)